Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না আক্তার

রোলঃ 228020276

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না আক্তার

রোলঃ 228020276

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তামান্না আক্তার, আইডিঃ 228020276 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তামান্না আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তামান্না আক্তার

আইডিঃ 228020276

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.ভূমিকা 5

২.বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের ইতিহাস 5

৩.বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য..........................7

৪.২০২৫ সাল পর্যন্ত খ্রিস্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা 7

৫.Bourd of Directors এর প্রস্তাব..10

৬.বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিভিন্ন এনজিও সমূহ ও তাদের কার্যক্রম................10

৭.বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের ছয়টি ধর্মপ্রদেশ 13

৮.খ্রিস্টান মিশনারীদের স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ...14

৯.মিশনারীদের বিশ্বব্যাপি নেটওয়ার্ক সমূহ..15

১০.খ্রিস্টান মিশনারীদের টার্গেট যে সমস্ত অঞ্চল 15

১১.পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি...16

১৩.মিশনারিদের প্রকাশনী ও বই..19

১৪.বিশ্বে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিচরণ...20

১৫.খ্রিস্টানদের চ্যালেঞ্জ..20

১৬.বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি 22

১৭.মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল...22

১৮.খ্রিস্টান মিশনারীদের জন্য হুমকির মুখে ইসলাম ও বাংলাদেশ 23

১৯.বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের গরিব হিন্দু-মুসলমানদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা...25

২০.বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রবর্তন..26

২১.খ্রিস্টানদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলিমদের করণীয় 28

২২.খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে একজন দায়ীর সফলতা ও কিছু প্রস্তাব.......................30

২৩.খ্রিষ্টান মিশনারীদের চক্রান্ত ও অপব্যাখ্যা থেকে সাবধানতা 35

২৪.কয়েকটি এলাকায় ধর্মান্তরিত করার ঘটনা 38

২৫. উপসংহার 40

২৬. রেফারেন্স 41

ভূমিকা

দুইশ বছরের ক্রুসেড যুদ্ধে বারবার মুসলমানদের হাতে মার খেয়েছে খ্রিস্টানরা। মার খেয়ে খেয়ে মুসলমানদের শক্তির উৎসটা তারা শনাক্ত করে ফেলেছে। হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ঈমানের বলেই যে মুসলমানরা চির অপরাজিত খ্রিস্টান শক্তি তা বুঝে গেছে নিশ্চিতভাবে। তাই মুসলমানদের ঈমান হরণের নীল নকশা তৈরি করেছে তারা। পৃথিবীর দেশে দেশে সে নীল নকশা বাস্তবায়নে ছড়িয়ে পড়েছে মিশনারিরা। বাংলাদেশ একটি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ, যেখানে বহু ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ যুগ যুগ ধরে সহাবস্থান করে আসছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন ঘটে আমাদের দেশে। এ দেশে আসার আসল উদ্দেশ্যই হলো আমাদের দেশে তাদের প্রতারণার সেই নীল নকশার বিষ ছড়ানো। নতুন নয়। প্রায় পাঁচশ বছর আগেই এসেছে। এই পাঁচ শতাব্দী ধরে অসহায় সরল মানুষদেরকে গরল গিলিয়ে চলেছে সেবার আড়ালে। তাদের অপতৎপরতার বাস্তব উদাহরণ হলো আমাদের বাংলাদেশ। নিচে তাদের অপকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের ইতিহাস

মিশনারি হলো খৃষ্টানদের দাওয়াতি সংস্থা। সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ্ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে খৃষ্টানরা খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে আসছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আজ থেকে পাঁচশ বা ছয়শ বছর আগে খৃষ্টান মিশনারিরা এই বাংলায় আসে। পর্তুগিজরা যখন বাংলায় বা ভারতে আসে তখন সাথে করে খৃষ্টান মিশনারিদেরও নিয়ে আসে। জেসুইস ও অগস্টেইনিয়া নামক ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দুটো দল পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় ২০০ বছর যাবত বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করে আসছে। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিলে তাদের ছত্রছায়ায় মিশনারিরা এসে এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করলো, স্কুল বানালো, হাসপাতাল চালু করলো। হুগলিকে কেন্দ্র করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তারা ঢাকাতেও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত_করলো।

এভাবে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে এতদাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারি তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-খেরাজ) খৃষ্টান মিশনারিদের দান করলেন। ফলে তারা আরো বেশী উৎসাহিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোঘল আমলে খৃষ্টান মিশনারিরা অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে তোলে। (আমাদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমন খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে, যেমন – জেসুইল, অগস্টেইনিয়া,

ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি) মোগল আমলে মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে ১৩ টি অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে উঠে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশী। ব্যাপটিস্টদের সংখ্যাও কম নয়।

১৯০৮ সালে ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ব্যাপটিস্টরা এসে একটি সোসাইটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। লেবৃসি হসপিটাল কুষ্ঠনিরাময় কেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে মোট খৃষ্টান সংখ্যা ৫ লাখ, এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা হাতে নিলো, তখন মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চালু হয়। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, খৃষ্টানরা যেখানেই গেছে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে আর সমাজের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করেছে। হাসপাতাল স্থাপন, ঋণসুবিধা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন তাদের অন্যতম শ্লোগান আজ। তবে খৃষ্টধর্ম প্রচারই তাদের মূল লক্ষ্য। যা সেবার ছলনায় শুরু থেকেই তারা বাস্তবায়ন করে আসছে।

১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের পর এই উপমহাদেশে ৯০ টি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান মিশনারি কর্মরত ছিল। তারা এদেশে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্যে বড় বড় ডাক্তার, সার্জনদের ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসে এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মালুমা ঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরি করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়। এর আড়ালে সমতল ভূমি ও পার্বত্য এলাকায় খৃষ্টধর্ম প্রচার পুরোপুরি অব্যাহত রাখে।

৭১ এ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ৩০,০০০ এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। এই এনজিওরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। প্রশ্ন জাগে, এই টাকা দেয় কারা ? তাদের তো টাকশাল নেই, তারা টাকা বানায় না। বিশ্বের বড় বড় ধনকুবেররা ইয়াহুদি ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। আর কোন ধনকুবের বরং সাধারণ সম্পদশালীও তার অর্থ বেকার খরচ করে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর জন্য তারা কোটি কোটি টাকা খৃষ্টান মিশনারিতে দেয়।

৩.বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ হলো একটি দারিদ্র দেশ।এই দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানুষ বসবাস করে।আর বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবেও বিভিন্ন দিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধায় পূর্ণ।মিশনারী হল খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের একটি সংস্থা। তারা এদেশে প্রবেশ করে দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য। এজন্য তারা এই দেশে বিভিন্ন সেবা মূলক কর্মসূচি হাতে নেয়। যেমন বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করা, স্বাস্থ্যসেবা, ঋণসুবিধা, বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আরও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হল খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করা। এই দেশের সহজ সরল মানুষের ঈমান লুণ্ঠন করা। তাদের এই গৃণ্য কাজ এখনো অব্যাহত রয়েছে । বর্তমানে বাংলাদেশ এ খ্রিস্টান জনসংখ্যা হলো 0.30% বা 488,583। যা মোট জনসংখ্যার 1% খ্রিস্টান । যাদের বেশির ভাগই মিশনারীদের অপচেষ্টার শিকার।

৪.২০২৫ সাল পর্যন্ত খ্রিস্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খৃষ্টবাদ প্রচারের ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দুনিয়ার প্রায় দেড়শ প্রথম সারির খৃষ্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতাগণ যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দেশের বড় বড় গির্জা, মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গবেষণা এবং বোধ ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খৃষ্টবাদ প্রচারের স্বার্থে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন যে, দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টবাদের বিষাক্ত ট্যাবলেট গলধকরণ করানো নাও যায় তাহলে সমস্যা নেই; কিন্তু কমপক্ষে অতি অবশ্যই মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন ঘটানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পঙ্গু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। কনফারেন্সে যোগদানকারী ধর্মনেতাগণ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। যা পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ উগ্র ও চরমপন্থী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে।

মোটকথা, গির্জাপতি আর ধর্মনেতাগণ খৃষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের পথকে সহজ ও সুগম করতে কোন কল্পনা-পরিকল্পনা বাকি রাখেননি। একজন মুসলমানের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে ছিনতাই করা, মুসলিম যুবসমাজের চরিত্রকে নষ্ট করা এবং ইসলামবৃক্ষের গোড়াকর্তন করার – সার্বিক অর্থেই যতো পথ ও পন্থা হতে পারে তারা সব আবিস্কার করেছে এবং মুসলমানদেরকে সে

অনুযায়ী পরিচালিত করছে। কিন্তু পরিতাপের কথা হলো, মুসলমানরা নিজেদের সঠিক পথ ছেড়ে ইয়াহুদি-খৃষ্টানদের বাতলানো পথে চলতে লজ্জা ও অনুশোচনাবোধ তো দূরের কথা, বরং সেটাকেই গর্ব ও আভিজাত্যের বিষয় মনে করছে। যারা এ ব্যাপারে সামান্য "নাক গলায়", তাদেরকে সেকেলে, চরমপন্থী, প্রগতির পথে বাধা ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করছে। আপনাদের সামনে একটি রিপোর্ট পেশ করছি, আশা করছি এর দ্বারা আপনি খৃষ্টানদের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করতে পারবেন। আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান তার তেরতম বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে রয়েছে খৃষ্টান মিশনারিদের অতীত সফলতাসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া। চলতি শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে তাদের কি কি অভিসন্ধি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে কোন পথে এগুতে হবে, কি পরিমাণ অর্থসম্পদ তাতে ব্যয় হবে, কতজন ধর্মপ্রচারক ও মিশনারি এই মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল কি দাঁড়াতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের সামান্য চিত্র তাতে তুলে ধরা হয়েছে। আমেরিকার অরজিনা ভার্সিটির খৃষ্টান প্রফেসর ডক্টর ডিওড বেরিয়েট এ প্রতিবেদনের উপর বিস্তর গবেষণা-পর্যালোচনা করার পর মন্তব্য করেছেন –

"নিশ্চয়ই এই প্রতিবেদন দুনিয়াজুড়ে খৃষ্টানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ইঙ্গিত বহন করছে। এ আধিপত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও হতে পারে, আবার হতে পারে চিন্তানৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গনে। খৃষ্টানদের কর্মতৎপরতা ও সফলতার একটি চিত্র দেখুন – শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের এক বছর সময়েই খৃষ্টানরা সারা দুনিয়ায় বাইবেলের ২৮ বিলিয়ন কপি (আঠারশত কোটি কপি) বিতরণ করেছে। আর এ কথা শুনলে তো রীতিমত অবাক হতে হয় যে, গেলো বছর পর্যন্ত পৃথিবীর নামী-দামী বড় বড় লাইব্রেরীগুলোতে যীশু খৃষ্টের নামে লেখা বই-পত্রের সংখ্যা ৬৫৭৫১ এ দাঁড়িয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫৩০৯৪ টি বইয়ের প্রচ্ছদে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট অক্ষরে যীশু খৃষ্টের নাম লেখা আছে।"

ডক্টর বেরিয়েট আরো বলেন, উক্ত প্রতিবেদনে সে সকল অঞ্চলের আলোচনাও এসেছে যেগুলোতে এখনো পর্যন্ত খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছেনি। উক্ত প্রতিবেদনে অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহকে 'আলিফ' ও 'বা' – এই দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

"আলিফ' দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল রাজ্য, যেগুলোতে খৃষ্টধর্মের আওয়াজ বিলকুল পৌঁছেনি। আর 'বা' দ্বারা সে সকল রাজ্য উদ্দেশ্য, যেগুলো খৃষ্টান রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ও ভৌগলিক দিক থেকে তার সাথে মিলিত। উক্ত প্রতিবেদনে দাবী করা হয় যে, অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহে অনতিবিলম্বে খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভৌগলিক তথ্য, ভাষা ও আঞ্চলিক সব রীতি অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উক্ত প্রতিবেদনের একটি পরিসংখ্যান ছিল এই যে, বর্তমানে অ-খৃষ্টান রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা হলো তের বিলিয়ন। আর এই জনপদগুলোতে বছরে প্রায় ৪৭ মিলিয়ন লোক বাড়ছে। এ হিসেবে দৈনিক ১২৯০০০ নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণ করছে। উনিশ শতকে জনসংখ্যার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র এক মিলিয়ন। এ হিসেবে আশা করা যায়, বিশ শতকে অ-খৃষ্টানদের রাজ্যের জনসংখ্যা ১৪ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫ বিলিয়নে পৌঁছে যাবে। (এডিটেডঃ হিসাবে কোন একটা প্রবলেম হয়েছে, তবে এটা শিউর যে, "বিলিয়ন" হবে না। হতে পারে মিলিয়নের পরিবর্তে ভুল করে বিলিয়ন লেখা হয়েছে, কিন্তু শিউর না হয়ে কারেক্ট করতে পারছি না।)

পৃথিবীর শতকরা ৮১ ভাগ লোক কোন না কোন ধর্ম পালন করে। এ হিসেবে পৃথিবীতে বর্তমানে নাস্তিক বা স্রস্টায় অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা হলো ১১১০ মিলিয়ন। সারা পৃথিবীতে ১৫ হাজারেরও বেশী ধর্মের প্রচলন রয়েছে। আর দিন দিন তো নতুন ধর্মের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এই বৃদ্ধি খৃষ্টানদের ধর্ম প্রচারে বড় বাঁধা। এখন আমরা বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের কর্মফলাফল, গির্জার সফলতা ও অন্যান্য সংস্থার কারগুজারী ধারাবাহিক উল্লেখ করবো ইন শা আল্লাহ। যা দ্বারা অনুমান করা সহজ হবে যে, বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[সংগৃহীত]

৫.Bourd of Directors এর প্রস্তাব

আযাদী আন্দোলনের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের Board of Directors গৃহীত প্রস্তাবে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে খোলাখুলি বলা হয়েছে যে, "প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এই জন্যে ব্রিটেনের কাছে সোপর্দ করে, যাতে এতদঅঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারিদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। তাই এতদঞ্চলকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ।" (সূত্রঃ তারিখে পাকিস্তান)

বর্তমানে এটাই বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে। [সংগৃহীত]

৬.বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিভিন্ন এনজিও সমূহ ও তাদের কার্যক্রম

বাংলাদেশ এ খ্রিস্টানদের বিভিন্ন এনজিও রয়েছে। সেবাদানের নামে এসব এনজিও বাংলাদেশ এর দারিদ্র্য দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করে খ্রিষ্টান বানাচ্ছে বাংলাদেশে যে সকল এনজিও রয়েছে সেগুলোর কয়েকটির নাম নিচে উল্লেখ করা হলো -

(১) কারিতাস

(২)এন.সি.সি. (ননলাইট সেন্ট্রাল কমিটি)

(৩) লুথারান মিশন

(৪) দ্বীপশিখা

(৫) সালভেশন আর্মি

(৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন

(৭)সি.ডি.এস. (সেন্ট্রাল ফর ডেভেলপম্যান্ট সার্ভিস)

(৮) আর.ডি.আর.এস. (রংপুর দিনাজপুর রোড এন্ড সার্কেল)

(৯) সি.সি.ডি.ভি. (খৃষ্টান কমিশন অফ ডেভেলপম্যান্ট)

(১০) হিড বাংলাদেশ

(১১) সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট

(১২) চার্চ অফ বাংলাদেশ

(১৩) পের ইন্টারন্যাশনাল

(১৪) সুইডিশ ফ্রেমিশন

(১৫) কনসার্ন

১৬) এডরা

(১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি

(১৮) এমসিনি

(১৯) ওয়াই.ডব্লিউ.সি.

(২০) ফেমিলিজ ফর চিলড্রেন

(২১) আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট ইত্যাদি।

এসব সংস্থা বাজেটের ৯০ ভাগ খৃষ্টানদের অথবা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনায়ময় ব্যক্তিদের পিছনে ব্যয় করে থাকে। এই সংস্থাগুলোর কয়েকটির বিস্তারিত কার্যক্রম নিচে উল্লেখ করা হলো:-

কারিতাস

কারিতাস একটি আন্তর্জাতিক রোমান ক্যাথলিক সাহায্য সংস্থা, যা ১৬৫টি সংস্থার সমন্বয়ে ২০০টির বেশি দেশে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।১৮৯৭ সালের ৯ নভেম্বরে লোরেঞ্জ ওয়ার্থম্যান কারিতাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কারিতাস সুইজারল্যান্ডে ১৯০১ সালে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১০ সালে গঠিত হয়। কারিতাস ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে প্রলংয়করী ঘূর্ণিঝাড় আঘাত হানার পর এ সংস্থা পুনর্গঠিত হয়ে খ্রিস্টিয়ান অরগানাইজেশন ফর রিলিফ এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অর্থাৎ কোর (CORR) নামে কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৭১ সালের ১৩ জানুয়ারি এটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ সংস্থাটি ১৯৭৬ সালে পুনরায় কারিতাস নাম ধারণ করে। কারিতাস বাংলাদেশ "সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০ এর ধারা ২১" অনুসারে নিবন্ধিত, যার নিবন্ধন নম্বর ৩৭৬০-বি ১৯৭২-৭৩ তারিখ ১৩ জুলাই ১৯৭২। কারিতাস একটি উন্নত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে দরিদ্র ও নিপীড়িতদের নিয়ে কাজ করে।

চার্চ অফ বাংলাদেশ

ডঃ জিগা বি. আলসেনের পরিচালনায় “চার্চ অফ বাংলাদেশ” নামে একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও “মৌলবাদী এনজিও”, ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে “মেমোরিয়াল হসপিটাল” নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল তৈরি করে। এলাকার লোকজন ছিল অভাবগ্রস্ত ও নিরক্ষর। এই সুযোগে ড. ভিগা বি আলসেন তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে সেবাদানের মাধ্যমে ৩৮ বছর এই মালুমঘাটের চকরিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মালুমঘাটে যেখানে একজনও খৃষ্টান ছিল না, তার প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নয়া খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে তারা বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে। সেখানে দুর্গম এলাকায় পাহাড়ের ভিতরে তারা গির্জা নির্মাণ করেছে।

ওয়ার্ল্ড ভিশন

ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল একটি আন্তঃসাম্প্রদায়িক খ্রিস্টান মানবিক সাহায্য , উন্নয়ন এবং অ্যাডভোকেসি সংস্থা। [5] [6] এটি 1950 সালে রবার্ট পিয়ার্স দ্বারা কোরিয়ায় শিশুদের

যত্ন প্রদানের জন্য একটি পরিষেবা সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 1975 সালে, ওয়ার্ল্ড ভিশনের লক্ষ্যে জরুরি অবস্থা এবং অ্যাডভোকেসি কাজ যুক্ত করা হয়েছিল। [7] এটি 100 টিরও বেশি দেশে সক্রিয়, যার মোট আয় অনুদান, পণ্য এবং বিদেশী অনুদান সহ $3.14 বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট

এই "সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট" খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫ টি প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে। এসব স্কুলে কোন মুসলমানের সন্তান ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সনে এই "সেভেন ডে চার্চ" ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে।

হিড বাংলাদেশ

"হিড বাংলাদেশ" নামে এ এনজিও মৌলভী বাজারে, কমলগঞ্জে, সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। সূচনাতেই তারা ৬ লক্ষ মার্কিন ডলার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

সি. সি. ডি. ভি.

"সি. সি. ডি. ভি." নামক সংস্থা রংপুর, দিনাজপুরসহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কাজ করছে। আর "ডি.আর. আর. এস." এর সমস্ত সংগঠন টাকা নেয় সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড থেকে। টাকা আনে মিস্টার টরবেন পিটারসের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে ২১৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে সাঁওতাল উপজাতিদেরকে দাওয়াত দিয়ে ৩৫ হাজার সাঁওতালকে তারা খৃষ্টান বানিয়েছে।

চার্চ অফ বাংলাদেশ

চার্চ অফ বাংলাদেশ তাদের খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রম মূলত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালনা করে থাকে, বিশেষ করে যেখানে ঐতিহাসিকভাবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপস্থিতি বা মিশনারি কার্যক্রম আগে থেকেই ছিল। যেমন:-

ঢাকা – চার্চ অফ বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয় এখানে অবস্থিত। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রশাসনিক কাজ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হয়।

রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চল – এই অঞ্চলে অনেক আদিবাসী (বিশেষ করে সাঁওতাল ও ওরাঁও জনগোষ্ঠী) বসবাস করে, যাদের মাঝে চার্চ অফ বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে।

খুলনা ও যশোর – এখানেও ধর্মীয় কার্যক্রম ছাড়াও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিচালিত হয়।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি) – এখানে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ চালানো হয়।

ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা অঞ্চল – কিছু কিছু উপজেলায়, বিশেষ করে হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়ায় খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রম রয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠান এর অনুদান এর উৎস সমূহ:

Church of England, Church of North India, ও অন্যান্য এঙ্গেলিকান বা রিফর্মড চার্চ থেকে অনুদান পায়।

আন্তর্জাতিক খ্রিষ্টান সংস্থা যেমন United Society Partners in the Gospel (USPG), Bread for the World (Germany), Christian Aid, World Council of Churches, ইত্যাদি।

৭.বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের ছয়টি ধর্মপ্রদেশ

তারা সমগ্র বাংলাদেশকে প্রচারের আওতাভুক্ত করার জন্য **১৯৬৮** সালে **১**লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা মহাপ্রদেশের অধীনে পুরো পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে, এগুলো হলো –

ঢাকা ধর্মপ্রদেশঃ ঢাকা জেলা, গাজীপুর জেলা ও টাঙ্গাইল জেলা ঢাকা ধর্মপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশঃ এ ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত এলাকা প্রদেশের সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশঃ রাজশাহী জেলা, নওগা জেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও জয়পুরহাট জেলা নিয়ে এই ধর্মপ্রদেশ গঠিত।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এ ধর্মপ্রদেশ। এ ধর্মপ্রদেশের পরিধি যমুনা নদীর পশ্চিমাঞ্চল তীর থেকে দক্ষিণে পদ্মা এবং পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত।

খুলনা ধর্মপ্রদেশ।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ।

এ ছাড়া সিলেট জেলার কিছু এলাকায় খ্রিষ্টানদের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সকল এলাকায় তারা সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। আর হবেই না কেন ? তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বিশাল অর্থের যোগান। **১৯৯৭** সালে খ্রিস্টবাদের প্রচার সংস্থাগুলোর মধ্যে শুধু ওয়ার্ল্ড ভিশনের অর্থ পরিকল্পনা ছিল **২১২৯** মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার।

৮.খ্রিস্টান মিশনারীদের স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ

খ্রিস্টান মিশনারীদের স্বরূপঃ

পৃথিবী জুড়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে তাদের সেবার ছদ্মাবরণে বহুরূপী কর্মকাণ্ড দেখে সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে – "খৃষ্টধর্ম কি আসলেই কোন ঐশী ধর্ম ?"

তা যদি ঐশীই হয়, তাহলে মিশনারিদের খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে কেন এতো ব্যাপক কৃত্রিমতা, জালিয়াতি, অপপ্রচার ও প্রলোভন ? বর্তমানে খৃষ্টধর্মের ধ্বজাধারীগণ বিশ্বব্যাপী শান্তি তথা পাপ মুক্তির জন্য ত্রাণকর্তার ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তারাই আড়াই শতাব্দী আগে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে। যার ফলে বর্তমান খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রভূমি পাশ্চাত্যেই ব্যক্তি স্বার্থ, বর্ণবাদের উন্মত্ততা, নৈতিক অধঃপতন তথা অনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। খৃষ্টবাদের প্রচারকগণ এদেশেও তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে নানা সূক্ষ্ম কুটচালের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে।

আজ তাই প্রতিটি সচেতন ধার্মিক ব্যক্তির তাদের এই অশুভ ও মানবতাবিরোধী কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। আসুন তাদের রূপ উদঘাটন করি।

মিশনারি শ্রেণীবিভাগঃ

বিশ্বে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৫৬ টি প্রধান এবং ২৮,০০০ টি উপদল রয়েছে। মূল দলগুলোর মধ্যে দুটো দলই প্রধান – ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। এদের মধ্যে শুধু ধর্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যই নয় বরং মূল ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। তাছাড়া তাদের বাইবেল সংস্করণগুলোর একটির সাথে অন্যটির বহুলাংশেই মিল নেই।

৯.মিশনারীদের বিশ্বব্যাপি নেটওয়ার্ক সমূহ

_খ্রিস্টান মিশনারীদের সেবার নামে ধর্ম প্রচার এই কাজ শুধু বাংলাদেশ এ সীমাবদ্ধ নয়। তাদের এই অপকর্ম বিশ্বজুরে বিস্তৃত।বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের মিশনারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিম্নে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো:-

১. The Jesuit Mission (সোসাইটি অব জেসাস)

২. The Southern Baptist International Mission Board (IMB

৩. Society for the Propagation of the Gospel (SPG

৪. Catholic Mission Societies (যেমন Pontifical Mission Societies)

৫. Youth With A Mission (YWAM)

৬. Church Mission Society (CMS)

এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর অ্যামেরিকা,ভারত,ফিলিপাইন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, কঙ্গো, নাইজেরিয়া, কোলম্বিয়া, জার্মানি, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সৌদি ইত্যাদি আরও অনেক দেশে সক্রিয় রয়েছে।

১০.খ্রিস্টান মিশনারীদের টার্গেট যে সমস্ত অঞ্চল

বাংলাদেশের যে সমস্ত অঞ্চল মিশনারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে :

১. রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল

উত্তরবঙ্গের এই এলাকাগুলোতে বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। খ্রিস্টান মিশনারীরা এসব দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মাঝে ধর্মান্তরের কার্যক্রম চালায়। অনেক সাঁওতাল, ওরাঁও এবং অন্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।

২. গারো পাহাড়, ময়মনসিংহ

গারো আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। মিশনারীরা এখানেও শিক্ষা, চিকিৎসা ও অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে ধর্মান্তরের কাজ করে।

৩. বরিশাল ও খুলনা অঞ্চল

এই অঞ্চলে কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় ও দরিদ্র মুসলমানদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিশনারিরা সাফল্যও পায়।

৪. চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা

চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাসহ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মাঝে কিছু সংখ্যক ধর্মান্তরিত হয় খ্রিস্টান ধর্মে। এদের অনেকে এখনো খ্রিস্টান হিসেবে পরিচিত।

৫. নেত্রকোনা ও টাঙ্গাইল

এলাকাগুলোতেও কিছু সংখ্যক দরিদ্র পরিবার ধর্মান্তরিত হয়, বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে মিশনারিদের স্কুল ও ক্লিনিক ছিল।

এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, ধর্মান্তর প্রক্রিয়া ছিল সুপরিকল্পিত ও কিছু ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সফল। তবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে অটল ছিল।

১১.পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো চাকমা। এ ছাড়া রয়েছে গারো, মারমা, ম্রো, খেয়াং, চাক, বম, লুসাই, পাংখোয়া, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, মনিপুরী ইত্যাদি। বাংলাদেশে উপজাতিদের ইতিহাস নিম্নে তুলে ধরা হলো:

দেশে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫৯ জন। যাদের মধ্যে সিংহভাগেরই বসবাস চট্টগ্রাম বা পার্বত্য তিন জেলায়।সমতলের রাজশাহী, টিলা বেষ্টিত সিলেট ও ময়মনসিংহসহ আরও কিছু বিভাগ বা জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা উপজাতিদের বসবাস রয়েছে।জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৫০টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১৬ লাখ ৫০ হাজার ১৫৯।

খ্রিস্টান মিশনারি ও এনজিও দাতা সংস্থাগুলো উপজাতির এই বিশাল জনগোষ্ঠী কে খ্রিষ্টান বানানোর পায়তারা করছে।

১২.খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচারের অপকৌশল ও প্রচার মাধ্যম

বহুকাল থেকে তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অনেক সম্মেলন করেছে। এমন কি বর্তমানেও তাদের মিশনে উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীগণ দূত হিসেবে তাদের নিকট কৌশলসমূহের কার্যকারিতা, তাদের প্রভাব, তাদের সফলতা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত-বিনিময় ও প্রস্তাব নিয়ে একত্রিত হয়। আর এজন্য তারা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

তাদের অপকৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

মুসলিম বিশ্বে খ্রিস্টান মিশনারী গোষ্ঠী প্রেরণ এবং খ্রিস্টবাদের দিকে আহ্বান জানানো: এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা নিম্নোক্ত কর্মসূচীসমূহ গ্রহণ করেছে:
-খ্রিস্টান ধর্মের পরিচিতিমূলক বিভিন্ন বই, বিজ্ঞাপন ও লিফলেট বিতরণ।
- বিকৃত ইঞ্জিলের অনুবাদ প্রচার ও প্রসার।
- ইসলামের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টিকারী ও আক্রমণাত্মক প্রচারপত্র বিলি করা।-এবং বিশ্বের দরবারে ইসলামের বিকৃতিমূলক নানা দিক তুলে ধরা।

অতঃপর তারা কতিপয় মোড়ক আবৃত ও বক্র-কুটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে অতিসূক্ষ্ম পন্থায় লোকদেরকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। তাদের এসব মারাত্মক কিছু পদ্ধতি নিম্নরূপ:

- চিকিৎসা সেবা ও জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান: মুসলিম সমাজে ব্যাপকহারে রোগ-ব্যাধি বিস্তার সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় মুসলিম ডাক্তারের স্বল্পতা এমনকি কোনো কোনো স্থানে না থাকার সুবাদে চিকিৎসার চাহিদা তাদের এই পদ্ধতি প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

- সাধারণ শিক্ষার অন্তরালে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার: কোথাও কোথোও সরাসরি খ্রিস্টান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে তাদের এই অপতৎপরতা চলছে। আবার কোথাও কোথাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সবার জন্য সাধারণ শিক্ষা নাম দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে, যার অন্তরালে রয়েছে তাদেরকে খ্রিস্টান বানানোর গোপণ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা। আর তাদের পাতানো উক্ত জালে বড় অংকের মুসলিম জনগোষ্ঠী পতিত হয়েছে। বিদেশী ভাষা বা বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের লোভে ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করছে। এর পরিণতিতে দেখা যায় এ মুসলিম জাতি তাদের তাজা মস্তিষ্কসম্পন্ন, যাদের মগজ বর্তমানে সব ধরনের জ্ঞানার্জনের জন্য উন্মুক্ত, সে সব কলিজার টুকরা শিশু কিশোরদেরকে খ্রিস্টানদের হাতেহাদিয়া হিসেবে প্রদান করেছে চলেছে!! আর খ্রিস্টানরা যা-ই তাদেরকে প্রদান করছে এ বাচ্ছারা তা-ই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করছে!!
তথ্য ও প্রচার মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার: খ্রিস্টান মিশনারীদের খ্রিস্টান বানানোর অন্যতম কৌশল হচ্ছে, তথ্য ও প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার। মুসলিম বিশ্বের দিকে তাক করা রয়েছে তাদের বহু রেডিও চ্যানেল। তাছাড়া পরবর্তী কয়েক বছরে তারা শত শত টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরছে তাদের বিকৃত ধর্ম ও তার প্রোগ্রামসমূহ।

- এছাড়া সংবাদ পত্র, পত্র-পত্রিকা এবং তাদের অসংখ্য প্রকাশনা, প্রচারণাও এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের উক্ত দর্শনীয়, শ্রুত ও পঠিতব্য সম্প্রচার মাধ্যমগুলো খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের চাকাকে বিভিন্ন ভাবে সামনে এগিয়ে দিয়েছে, যেমন:

(ক) তারা ঐসব সম্প্রচার মাধ্যমগুলোর দ্বারা খ্রিস্টান ধর্মের তথাকথিত বানানো বৈশিষ্ট্যের প্রচার করছে। তারা বিশ্বের সকলের জন্য খ্রিস্টান ধর্মে দয়া, ভালোবাসা ইত্যাদি রয়েছে বলে মিথ্যা তথ্য প্রচার-প্রসার করে তাদের ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(খ) মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় নিদর্শন এবং তাদের পরস্পরের দীনী সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের বিকৃত খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আহ্বান করছে।

(গ) নগ্নতা, যৌনতা, প্রবৃত্তি উত্তেজক বিবিধ অশ্লীলতা সম্প্রচার করে দর্শকদের নৈতিক চরিত্র ও পবিত্রতা বিনষ্ট করা, লজ্জাহীন বানানো। তাদেরকে প্রবৃত্তি পূজারী ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মোহে নিপতিত করে ভোগের দাসে পরিণত করা। কেননা তারা এ ধরনের হয়ে গেলে তাদের যে কোনো দাওয়াত বা মিশন তাদের মাঝে সফল হবে। এমনকি মুরতাদ-কাফির হওয়ার ব্যাপারেও তাদের কোনো দ্বিধা থাকবে না। (আল্লাহ আমাদের এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন) তাদের উক্ত মিশন সফল হওয়ার ভিত্তিতে মুসলিমের অন্তর থেকে যখন ঈমানের মূলোৎপাটন হবে এবং আত্মা থেকে ধর্মীয় চেতনার বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সহজেই উক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।
উল্লিখিত খ্রিস্টান তৈরির অপকৌশল ব্যতীত তাদের আরো বহু অপকৌশল রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বাক্তি মাত্রই মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তা যথার্থভাবে অনুভব করতে পারবেন। আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য সেগুলো বাদ রাখা হয়েছে। কেননা এই অল্প পরিসরে তাদের সবগুলো অপকৌশল বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের থেকে সতর্ক করাই মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত তাদের প্রকৃত অবস্থা তো তা-ই যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবেবিধৃত করেছেন এ বলে যে,

ويمكرون ويمكر الله والله حير التكرين الانفال ١٣٠

"আর তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে) কৌশল করেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল অতি উত্তম।"

[সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩০]
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يريدون أن يظفوا أمور الله بأموهِهِم وباقي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكفرون)0] (التوبة

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণতা বিধান করা ব্যতীত অন্য কিছু চান না।"
[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩২]

১৩.মিশনারিদের প্রকাশনী ও বই

আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে জানা যায়, খৃষ্টধর্ম বিষয়ক ১ লাখ ৯ হাজার ৯ শত ধরনের বই ও একত্রিশ হাজার তিনশত রকম ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে বিনামূল্যে বিলিকৃত বাইবেলের সংখ্যা প্রায় ৬৩ কোটি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামী পরিভাষায় রচিত বাইবেল অর্থাৎ ‘‘কিতাবুল মুকাদ্দাস’’ আঠারো কোটি তিরাশি লক্ষ তিরিশ হাজার। সর্বোপরি খৃষ্টবাদ, ইউরোপীয় ধর্মদর্শ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে চলেছে। ১৬ ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং সনে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এডওয়ার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজার রকম বই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ভিডিও, অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা এবং ‘‘স্বর্গমত ম্যাগাজিন’’ উল্লেখযোগ্য।

১৪.বিশ্বে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিচরণ

খ্রিষ্টধর্ম প্রচার অভিযান বা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারণা হল সারা বিশ্বে অখ্রিষ্টানদের মাঝে খ্রিষ্টধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক প্রচারণা অভিযান। যদিও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম ছিল সেমেটিক অর্থাৎ প্রাচ্যের, কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরাই এর ধারক-বাহক হয়ে বসেছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্ব জুড়ে গড়ে তুলছে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রচারের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। দ্বিতীয় ভ্যাটিকান পরিষদ (দ্য সেকেন্ড ভ্যাটিকান কাউন্সিল, ১৯৬২-৬৫) শুধুমাত্র অখ্রিষ্টানদের মাঝে ধর্মপ্রচারণার নির্দেশনা দিয়েছে। প্রচারণাগুলোতে সাধারণত এক দেশ বা অঞ্চল থেকে আরেক দেশ বা অঞ্চলে একজন বা কয়েকজন সন্ন্যাসী প্রেরণ করে থাকে। ধর্মপ্রচারণা অভিযানগুলো ধর্মান্তরকরণের সুবিধার্থে গরিব-মিসকিনদের মাঝে মানবিক ক্রিয়াকলাপও চালিয়ে যায়। বিশ্বে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ধরনের ধর্মপ্রচার অভিযান লক্ষ্য করা যায়, যেমন স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী ইত্যাদি।

১৫.খ্রিস্টানদের চ্যালেঞ্জ

খৃষ্টানদের চ্যালেঞ্জ

রমযানুল মুবারাকের শেষ দিনগুলোতে ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে বাড়ি যাওয়ার ধুম পড়ে। আমি দুজন নওমুসলিমকে নিয়ে আমার বাড়ি দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা কমলাপুর স্টেশনে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। রিসিভ করে সালাম বিনিময়ের পর বুঝতে পারলাম, ফোন করেছেন মাওলানা রায়হান সাহেব (সম্ভবত তিনি জামিয়া নূরিয়া কামরাঙ্গীর চর মাদরাসার দারুল ইকামা হোস্টেল পরিচালক)। তিনি বললেন – যুবায়ের ভাই, কয়েকদিন ধরে ফোন করছি, আপনাকে পাচ্ছি না। মাওলানা ওমর আলী সাহেবকেও পাচ্ছি না। আমি বললাম, হুজুর তো উমরার সফরে গিয়েছেন। এবার বলুন, কি খেদমত করতে পারি ? তিনি বললেন – আমাদের মাদ্রাসার এবতেদায়ী শ্রেণীর এক ছাত্র নাজিবুর রহমান জানালো, তাদের এলাকায় খৃষ্টানরা চ্যালেঞ্জ করেছে যে, আমরা তোমাদের কিছু প্রশ্ন করবো, যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর দিতে ব্যর্থ হও, তাহলে তোমাদেরকে খৃষ্টান হতে হবে। এলাকাবাসী উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে এই এবতেদায়ী ছাত্রের কাছে এসেছে। কারণ সে-ই ঐ এলাকার বড় হুজুর। এখন ছেলেটি এ বিষয়ে আমাদেরকে জানিয়েছে। যেহেতু দীর্ঘদিন আপনারা খৃষ্টান মিশনারির তথ্য অনুসন্ধান ও তাদের

অপতৎপরতা প্রতিরোধের সাথে জড়িত, তাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন কি ?আমি বললাম, অবশ্যই। ইন শা আল্লাহ।

আমি ঐ ছেলের নাম, মোবাইল নাম্বার ও পূর্ণ ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। জানতে পারলাম, স্থানটি হলো দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থানা। বিষয়টি নিয়ে ভাবতেই আমার খুব কান্না পেলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে বাস করে সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারী হয়ে মিথ্যার উপর ভর করা ভিত্তিহীন, বিকৃত ধর্মানুসারীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় ! এর জন্য আমরাই দায়ী। দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে।

যাই হোক, ২৮ রমযানে বাড়ি ফিরলাম, চিন্তা – ঈদের আগের দিনই যাবো। ফোনে যোগাযোগ করে ঈদের পর তৃতীয় দিন বিতর্কের তারিখ ঠিক হলো। তৃতীয় দিন সকাল সকাল আমি বীরগঞ্জ থেকে রওনা হলাম, বন্ধু সারওয়ার ও ইমরান ভাইসহ সেই অজপাড়া গাঁয়ে পৌঁছলাম।

সেই এলাকায় খৃষ্টান মিশনারি "ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থা" এলাকার মহিলাদের গরু, ছাগল ঋণ দেয় এবং প্রতি মাসে পশুপাখি কিভাবে লালন-পালন করবে তারও প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণেরই এক পর্যায়ে কুরআনের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নের তৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং গ্রাম্য সরলমনা মহিলাদের এ বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে যে, যদি তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো, তাহলে অফিসের আমরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর না দিতে পারো তাহলে তোমরা সকলেই খৃষ্টান হয়ে যাও। সেই মহিলারা মাদ্রাসার ছাত্র নাজিবুর রহমানকে প্রশ্নগুলো জানালো।

আমাদের আগমনে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ঢাকা থেকে উলামায়ে কেরামের আগমন টের পেয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশনের লোকেরা হতচকিত হয়ে পড়লো। বহু চেষ্টা করেও তাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মোবাইলও ছিল বন্ধ।

এ হলো মিশনারিগুলোর অবস্থা। মুখে মুখে সেবার মোহনীয় শ্লোগান। এর আড়ালে জনগণের সরলতার সুযোগে ধর্মান্তরের চেষ্টা। এ ব্যাপারে এখনই সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য।
[সংগৃহীত]

১৬.বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি

সর্বোপরি তাদের নির্লজ্জ ও জঘন্যতম জালিয়াতির দৃষ্টান্ত হলো দীর্ঘ ১৬ বছর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত চুরি করে প্রতিটি অধ্যায়ে আরবিতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" দিয়ে শুরু করে তাদের কথিত ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের কোন কিছু শুরু করা হয় "পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা" এর নামে। বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের নামে এতো বড় জালিয়াতির নজির আর কোথাও নেই।
[সংগৃহীত]

১৭.মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল

খ্রিস্টানরা পৃথিবীর বুকে সব থেকে বড় নকলবাজ। জনসাধারণকে ইসলাম থেকে বাধা প্রদান, মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট ও তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ব করা এবং তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অনেক অপকৌশল তাদের নিকট রয়েছে। তাদের ধর্মপ্রচার সংস্থাগুলো উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে তাদের অপতৎপরতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাদের অপকৌশলের একটি হলো মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল। তারা ইসলাম এর অনেক বিষয়কে নকল করে তাদের নিজের বলে চালিয়ে দেয়। যেমন খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের "কিতাবুল মুকাদ্দাস" ও "ইঞ্জিল শরীফ" এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামী ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদিসগ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।
তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আরবি বর্ণের শৈল্পিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন পর্দা, নামায, নারী শিক্ষা, ওযু ইত্যাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে। এভাবে খ্রিস্টান মিশনারীরা মুসলিমদেরকে ধোকায় ফেলার জন্য অনেক ঐতিহ্যকে নকল করে চলছে।

১৮.খ্রিস্টান মিশনারীদের জন্য হুমকির মুখে ইসলাম ও বাংলাদেশ

মিশনারী হল খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টধর্ম প্রচার সংস্থা। বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারীদের আগমনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মূলত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা খ্রিষ্টান মিশনারীদের সাথে নিয়েই এদেশে আগমন করে। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়। তাদের ছত্রছায়ায় খ্রিষ্টানরা প্রায় ২০০ বছর খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে। অতঃপর তারা বাংলার বিভিন্ন এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করে, স্কুল বানায় ও হাসপাতাল চালু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয়, তখনও তারা তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে। তাদের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করা, স্বাস্থ্যসেবা, ঋণসুবিধা, বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা ইত্যাদির মৌলিক উদ্দেশ্য হল খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করা।এন.জি.ও প্রশিক্ষণের নামে তাদের মিশনারীর প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬৯ সালে ভারতে ও সিংগাপুরে 'হ্যাগাই ইনস্টিটিউশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য তারা লক্ষ লক্ষ ধর্ম প্রচারককে প্রশিক্ষণ দিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৮৫ সালে প্রায় আড়াই লক্ষ পশ্চিমা ধর্ম প্রচারক ৩৫০০টি পশ্চিমা মিশনারী সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে এশিয়া ও আফ্রিকায় সক্রিয় ছিল। তাদের সহযোগী হিসাবে ছিল ৩৫ লক্ষ স্থানীয় ধর্ম প্রচারক। ১৯৮৫ সালে সারা বিশ্বে মিশনারীদের পরিচালিত রেডিও টিভির স্টেশনের সংখ্যা ছিল ১৫৮০ টি এবং সম্ভাব্য সব ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত সাময়িকী সংখ্যা ছিল ২১,০০০। ১৯৮৫ সালে তারা ৬ কোটি ৪০ লক্ষ কপি বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্ট) বিতরণ করেছে। ১৯৮৪ সালের আগে ৬০ বছরে তারা বিনামূল্যে প্রতি বছর প্রায় ৪ কোটি ৩০ লক্ষ কপি বিতরণ করেছে। শুধু ১৯৯৬ সালেই খ্রিষ্টানরা সারা পৃথিবীতে বাইবেলের ২৮ বিলিয়ন কপি (আঠাশ' কোটি কপি) বিতরণ করেছে। আন্তর্জাতিক খ্রিষ্টান মিশনারী গবেষণা বুলেটিন থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে ১,২০,৮৮০ টি প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মিশনারী সূত্র মতে, এর ফল হিসাবে বর্তমান শতকের প্রথম সাত দশকে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ৯০ হাজার লোক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে এর জরিপ খুবই উদ্বেগজনক। ১৮৮১ সালে প্রতি ৬ হাজার লোকের মাঝে ১ জন খ্রিষ্টান ছিল। সে সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতি ৩২৬ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৮১ সালে প্রতি ২৯ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৯১ সালে প্রতি বাইশজনের মাঝে একজন খ্রিষ্টান রয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৯ সালে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালে আদমশুমারীতে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে তার পরিসংখ্যান যে আরো অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মিশনারী তৎপরতার একটি সহযোগী মিশন হল এন.জি.ও। এর মাধ্যমে তারা দারিদ্র্য ও অনুন্নত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে জাল বিস্তার করেছে। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে খ্রিষ্টান মিশনারীদের ছত্রছায়ায় হাজার হাজার এন.জি.ও ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন, কারিতাস, ব্র্যাক, সালভেশন আর্মি, সংগ্রাম, নারী স্বনির্ভর পরিষদ, আশা, ব্যপ্টিষ্ট এইড মিশন, মিশনারীজ অব চ্যারিটি, ডেনিশ বাংলাদেশ, প্রশিখা, এডাব, নিজেরা করি, বাঁচতে শেখা, দীপশেখা, গণউন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত বর্তমানে এন.জি.ওদের সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। তন্মধ্যে ৬৩২ টি সরাসরি বিদেশী সহযোগিতায় পরিচালিত। বাকীগুলো বিদেশীদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। এজন্য তারা আমাদের দেশকে ৬ টি প্রদেশে বিভক্ত করেছে। যথা : (১) দিনাজপুর (২) রাজশাহী (৩) খুলনা (৪) চট্টগ্রাম (৫) ঢাকা এবং (৬) ময়মনসিংহ। তারা বিশেষ করে দু'টি কাজ কৌশলে করে যাচ্ছে- (ক) ইসলাম ধর্মের আদর্শিক ভিত্তি সম্পর্কে শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মানুষকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা। (খ) ইসলামী অনুশীলন ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা। এছাড়া সূক্ষ্মভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য উস্কে দিয়ে দেশ দখলের পাঁয়তারা করা। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন করে, মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা ব্যবহার করে, নকল ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার করে এবং পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা করে সহজ-সরল মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। এমনকি মসজিদেও নকল ইমাম নিয়োগ দিচ্ছে এবং যুবতী মেয়েদের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। যারা এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল, ড. ইউলিয়াম কেরী, মাদার তেরেসা, ড. টমাস, ফাদার টর্সবার্লার, টর্বেন্ডে পিটারসন, আলফ্রেড বরীন মণ্ডল, ড. অলসন প্রমুখ।

দেশের প্রায় অধিকাংশ জেলাতে তারা মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে যীশু খ্রিষ্টের বই, যীশু খ্রিষ্টের জীবনী ইত্যাদি পড়ানো হচ্ছে। ছোটদেরকে 'সিবগাতুল্লাহ' নামের একটি বই পড়ানো হয়, যাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করে ছোট বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। জার্মানভিত্তিক ন্যাজরিয়ান মিশন সংগঠনটি বিনামূল্যে বই, খাতা, পোশাক এমনকি দুপুরের খাবারসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকার উপজাতীয়দের মধ্যে মিশনারী কাজ করে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। তাতে অচিরেই এদেশের সকল উপজাতি খ্রিষ্টানদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে একত্রিত করে পৃথক একটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তুলতে পারে।

অতএব এদেশের স্বাধীনচেতা মানুষ বিশেষ করে মুসলিমরা যদি এ ব্যাপারে সচেতন না হয়, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে মিশনারীদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরো এগিয়ে যাবে এবং গভীর ষড়যন্ত্রের শিকড় আরো শক্ত করবে; সাথে সাথে ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতিসত্তা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। অতএব খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক হতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রণয়ন করে তাদের অপতৎপরতাকে রুখে দিতে

হবে। এ জন্য দেশের আলিম সমাজ, শিক্ষক, লেখক, মিডিয়া কর্মী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী-বিত্তবান, সরকার প্রধানসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে সকল মুসলিমকে নির্ভেজাল তাওহীদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহাই হোন-আমীন!!

১৯.বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের গরিব হিন্দু-মুসলমানদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা

বাংলাদেশে অনেক খ্রিস্টান মিশনারী NGO পরিচয়ে নিজের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সমাজের দরিদ্র মানুষের সেবা করার ছলে তারা গরিব হিন্দু-মুসলমানদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে আসছে। খ্রিস্টান মিশনারীরা এমন সব জায়গায় যায় যেখানকার মানুষগুলো খুবই দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। এ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য বাংলাদেশ হচ্ছে খ্রিস্টিয় ছাগুদের মোক্ষম চারনভূমি। খ্রিস্টান মিশনারীর কর্মচারীরা এমন লোক খুঁজে বেড়ায় যারা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে পারছে না, অসুস্থ টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না, টাকার অভাবে না খেয়ে মরে যাবার অবস্থা, এক কথায় অভাবী মানুষ খুজে বেড়ায়। খ্রিস্টান মিশনারীরা এই সুযোগে তাদের টাকা দিয়ে তাদের সাহায্য করে আর সাহায্য করার ছলে ধর্মের প্রচার করতে থাকে। তাদের অফিসে নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম প্রচারের ভিডিও দেখায়, আলোচনা সভা করে, টাকা পয়সা দেয়, ভালো খাবার খাওয়ায়, বার বার বাসায় এসে খোঁজখবর নেয়। বাংলাদেশের দরিদ্র এবং অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী খুব সহজেই তাদের ছলনায় তাদের নিজস্ব ধর্মের কথা ভুলে যায় এবং চিন্তা করে হিন্দু অথবা মুসলমান হয়ে তো কোন লাভ নেই বরং খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করলে তাদের অনেক সুবিধা তাদের সকল অভাব দূর হয়ে যাচ্ছে। আর বাংলাদেশের দরিদ্র এবং অশিক্ষিত মানুষেরা নিজেদের ধর্ম ভুলে খ্রিস্টান মিশনারীদের পাতা ফাঁদে পা দেয়। এভাবেই বাংলাদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০.বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় ভিনদেশি সংস্কৃতির প্রবর্তন

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে এন জি ও এবং আন্তর্জাতিক খ্রিষ্টান লবি ভিন দেশী সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী নানা মুখী চক্রান্ত চালিয়ে আসছে। চিকিৎসা, সমাজ ও মানবতার সেবার অভিনয়ে তারা মূলতঃ পার্বত্য এলাকার দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীকে ইউরোপীয় জীবনাচার ও দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালাচ্ছে। মুঘল আমলেই এদেশের প্রতি এন জি ও এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের শ্যেন দৃষ্টি পতিত হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে মিশনারীগণ ভিন দেশী সংস্কৃতির বিকাশ ও ধর্মান্তরের যে প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করেন, পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে তার ক্রমবিকাশ সাফল্যের সাথে অব্যাহত থাকে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, হাসপাতাল স্থাপন, ঋণ প্রদান, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি মুখরোচক কর্মসূচীর আড়ালে রয়েছে এ দেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করার নীল নকশার বাস্তবায়ন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর অধিবাস। শত বছর ধরে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ২০ লাখ আদিবাসী ক্রমাগত প্রান্তীয় পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অনাহার, মৃত্যু, মহামারী, অপুষ্টি ও স্যানিটেশন সমস্যা তাদের নিত্যসঙ্গী। খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থান এই পাঁচটি মৌলিক মানবাধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত। রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মি.উসিথ মং বলেন, রাখাইনরা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে এই অঞ্চলে আদিম অধিবাসী। প্রায় ৩৩ শতাংশ রাখাইন এখন ভূমিহীন আর গত ৩৫ বছরে পটুয়াখালীতে প্রায় ৯০ শতাংশ রাখাইনকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছে।১৯৯১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের জন সংখ্যা ১০ লাখ ৫ হাজার ৩৬২ জন। অধিকাংশ চাকমা ও মারমা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, টিপরা অধিবাসিরা হিন্দু ধর্মের আর মিজো বম ও থেয়াং খ্রিষ্টান। কিছু কিছু গোত্র আত্মা, প্রাণী ও উদ্ভিদের পূজারী (বাংলাপিডিয়া, ৫খন্ড, পৃ.৩৭১-২)।

সাধারণভাবে এসব ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং বিশেষভাবে পাহাড়িরা অত্যন্ত কষ্টে আছে, ‘মানুষ’করার জন্য নানামুখী সহযোগিতা প্রয়োজন, তাদের পৃথক সত্তা ও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি বক্তব্য দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও প্রচুর শোনা যায়। এর সূত্র ধরে বিদেশি ফান্ড দ্বারা পরিপুষ্ট ঝাঁকে ঝাঁকে এনজিও এখন তিন পার্বত্য জেলায় সক্রিয় আছে। কিন্তু এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আর্ত-মানবতার সেবার নামে এসব এনজিও’র বেশিরভাগই আসলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করার কাজে কোমর বেঁধে নেমেছে। এ কাজে তাদের সাফল্য রীতিমত চোখ ধাঁধানো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৈরি করা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে আমার

দেশ-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে,গত ২০ বছরে সেখানে ১২ হাজার উপজাতীয় পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে। ওই রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটিতে বর্তমানে ১৯৪টি গির্জা উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। খাগড়াছড়ি জেলায় আছে ৭৩টি গির্জা। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ৪ হাজার ৩১টি পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে। বান্দরবান জেলায় গির্জা আছে ১১৭টি। এখানে একই সময়কালে খ্রিস্টান হয়েছে ৬ হাজার ৪৮০টি উপজাতীয় পরিবার। রাঙামাটিতে ৪টি চার্চ খ্রিস্টান বানিয়েছে ১ হাজার ৬৯০টি উপজাতীয় পরিবারকে। এগুলো তুলনামূলকভাবে হাল আমলের হিসাব। পাহাড়ি যেসব জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, তাদের প্রায় শতভাগ খ্রিস্টান হয়ে গেছে অনেক আগেই (এম. এ নোমান, আমার দেশ, ১২.০৮.২০১১)।

পাহাড়িদের নিজস্ব সংস্কৃতি অটুট রাখার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনকারী পশ্চিমা গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদদে চলা ধর্মান্তকরণ সেখানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, উপজাতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ আজ আক্ষরিক অর্থেই বিপন্ন। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া পাহাড়িদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি যারা ঘটাচ্ছে তারা যদি পাহাড়িদের রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শিকড় কেটে দিতে সক্ষম হয় তবে তা বাংলাদেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে উঠবে। এভাবে দেশের একটি স্পর্শকাতর এলাকায় ডেমোগ্রাফির নাটকীয় পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায় না। ত্রাণ ও সেবার নামে আসলে ওই অঞ্চলের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া লোকজনকে ধর্মান্তরিত হতে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে বলে জোরালো অভিযোগ রয়েছে। একথা সত্য যে, আমরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সমতলবাসী বাঙালিরা পাহাড়িদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা করিনি। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, ব্রিটিশ রাজশক্তি ঔপনিবেশিক আমলে বিশেষ মতলব নিয়ে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছিল যাতে পরস্পরের মধ্যে সার্বিকভাবে দূরত্ব তৈরি হয়। তাদের সেই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ফল এখন পাকতে শুরু করেছে বলে মনে হয় (এম. এ নোমান, আমার দেশ, ১২.০৮.২০১১)।
[সংগৃহীত]

২১.খ্রিস্টানদের এ অপতৎপরতার বিরুদ্ধে মুসলিমদের করণীয়

আধুনিকতার তকমা গায়ে মেখে আজ আমরা মুসলিমরা বিলাসিতায় ডুবে রয়েছি। কিন্তু আমাদের শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তারা তাদের কৌশল, বুদ্ধি ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতি করেই যাচ্ছে। তাদের এই অপচেষ্টা কে আর প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। তাদের কাজের বিপরীতে আমাদের পালটা পদক্ষেপ নিতে হবে। নিম্নে কিছু পদক্ষেপ তুলে দেওয়া হলো :-

(১) সকল মুসলিম, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের অন্তরে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মৌলিকভাবে গেঁথে দেওয়া। আর তা করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাগারে সরকারী ও জাতীয় ভিত্তিতে।

(২) মুসলিম জাতির সর্বস্তরে দীনের বাস্তব জ্ঞানের সম্প্রচার এবং হৃদয়ে দীনী আত্মমর্যাদা, পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধ পুরোপুরি জাগ্রত করা।

(৩) খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের যাবতীয় উপকরণ: ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা-প্রচারণা ইত্যাদির প্রবেশ পথ চিহ্নিত করতঃ এগুলোর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং এর অবাধ্যতায় দমনমূলক শাস্তিবিধান করা।

(৪) জনসাধারণকে তাদের পাতানো ফাঁদ থেকে বাঁচানো ও সাবধান করার জন্য খ্রিস্টানদের মিশনের ভয়াবহতা, অপকৌশল ও পন্থাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(৫) মুসলিমের জীবনের সকল মৌলিক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত দিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে যত্নবান থাকা, কেননা বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো খ্রিস্টানরা এ দুটি মারাত্মক পথেই মানুষের অন্তরে ও মগজে ঢুকে পড়েছে।

(৬) প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ, সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো পরিস্থিতির শিকার হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দীন ও আকীদাকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং সে ব্যক্তিগত ও তার অধীনস্থদের জীবনে ইসলামী নিয়ম-নীতি ও নির্দেশাবলীকে যতদূর সম্ভব সু-প্রতিষ্ঠিত করা, যার ফলে তার বাড়ীর প্রতিটি সদস্য যেন ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত ঈমান, আকীদা ও চরিত্র বিনষ্টকারী সংগ্রামের মুকাবিলায় সুরক্ষিত থাকতে পারে।

(৭) বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, যেমন চিকিৎসা বা এমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা যা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে অবর্তমান, এমন উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ও পরিবারের কাফির রাষ্ট্রে ভ্রমণ করা থেকে সাবধান থাকা। আর উক্ত প্রয়োজনে যদি ভ্রমণ করতে হয় তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্মীয় ফিতনা ও সংশয় প্রতিহত করার প্রস্তুতি সাথে থাকতে হবে।

(৮) মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে; যার ফলে মানবাধিকার রক্ষিত হবে এবং মুসলিমদের যাবতীয় অভাব দূরীকরণে সমবায়ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী দাতব্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে, এর ফলে তাদের অভাব ও দারিদ্র বিমোচনের নামে খ্রিস্টানদের কালো থাবা তাদের ওপর প্রসারিত হবে না।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে তাঁর সুন্দর-সুন্দর নাম ও উচ্চ গুণাবলীর উসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিমদের বিক্ষিপ্ততাকে একত্রিত করে দেন, তাদের পরস্পরের আন্তরিকতাকে সুদৃঢ় করেন, তাদেরকে সংশোধন করেন এবং প্রশান্তির পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন, পক্ষান্তরে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রদান করেন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। নিশ্চয় তিনি অতিশয় দয়াবান।

হে আল্লাহ! যে কেউ ইসলাম ও মুসলিমদের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে তাকে তার নিজের ব্যাপারে ব্যস্ত রাখো, তার ষড়যন্ত্র তার ঘাড়ে ফিরিয়ে দাও এবং তার সকল অনিষ্ট পোষণের গন্ডি তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين

২২.খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে একজন দায়ীর সফলতা ও কিছু প্রস্তাব

মাওলানা আব্দুল মাজীদ এর লিখা এখানে দেওয়া হলো...

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের শেষ দিকে একটি জেলার নাম কুড়িগ্রাম। আয়তন ২২৪৫.০৪ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২২৫০৯৭৪ জন। উপজেলা ৯ টি, ইউনিয়ন ৭২ টি, গ্রাম ১৮৭২। বেশ বড় একটি জেলা হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়নের ছোঁয়া তেমন পায়নি। এ জেলারই একটি গ্রাম চিটপাইকেরছড়া। যা ভুরুঙ্গিমারী উপজেলার একেবারেই শেষদিকে ভারত সীমান্তের কাছে। দুর্গম ও উলামায়ে কেরামের পদচারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ধর্মান্তরকারী এনজিওগুলোর অপতৎপরতার অনুকূল জায়গা। অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যে জর্জরিত উত্তরের অনেক জনপদের মত চিটপাইকেরছড়াতেও প্রবেশ করেছে ঈমান হরণকারী একটি এনজিও। প্রেস ভেটেরিয়ান চার্চ অব বাংলাদেশ নামে এ এনজিওটি ২০০০ সাল থেকে সেবার খোলসের নিচে তাদের নোংরা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ধর্মান্তরকরণের লক্ষ্য হাসিলের জন্য তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুল নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পল্লী সমাজে নিরক্ষতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মোহনীয় শ্লোগানের আড়ালে অব্যাহত রেখেছে ঈমান লুটের ধারা ।

তাদের আরেক শিরোনাম স্বাস্থ্যসেবা। এ শিরোনামে নামি-দামি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সেই পল্লিতে হাজির করা হয়। এভাবে নানা শিরোনামে ষোল বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় এনজিওটি এই গ্রামের প্রচুরসংখ্যক মুসলমানকে খ্রিস্টানে পরিণত করে, যার একটি অংশ প্রকাশ্যে খ্রিস্টান পরিচয় দিত আরেক অংশ পরিচয় গোপন রাখত। এ কারণে সুনির্ধারিতভাবে সংখ্যা বলা মুশকিল। তবে প্রতি রবিবারে গীর্জায় উপস্থিতির সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছিল।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালের বিশ্ব ইজতেমা থেকে বিশোধিক সাথীর একটি জামাত নিয়ে ঢাকার প্রসিদ্ধ একজন হার্টের ডাক্তার ভুরুঙ্গামারী সফর করেন। তার বর্ণনা শুনেই আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাহলে তার না জানি কী হয়েছে। চিল্লার ১৭ দিন তারা একই মসজিদে দিনে ঘাম ঝরিয়েছেন আর রাতে অশ্রু ঝরিয়েছেন। আর ভেবেছেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে কীভাবে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, যে উম্মতের জন্য তিনি নিজ আত্মীয়-স্বজন মাতৃভূমি সবই ত্যাগ করেছেন। মা যেমন তার সন্তানের জন্য সব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য তার চেয়ে বেশি উৎসর্গ করেছেন। মায়ের বুক খালি করে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিলে যদি আপনি ব্যথিত হন তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে ছিনিয়ে নিলে কেন ব্যথা জাগবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার জান-মাল পিতা-মাতা ও সন্তানাদির চেয়েও প্রিয় না হব।”ঈমান যা এক মুমিনের মহা মূল্যবান সম্পদ যা রক্ষা করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন; তাঁদের গলায় রশি বেঁধে অলিগলিতে টানা হত, মরুভূমির

উত্তপ্ত পাথুরে জমিনে শায়িত করে বুকে পাথর চাপা দেয়া হত- সেই মহাসম্পদ চিটপাইকেরছড়া গ্রামে ৫০০/১০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতার সংখ্যাও একেবারেই কম নয়।

বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এই গ্রামটি যিয়ারতের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছিল না। অবশেষে গত ত্রৈমাসিক পরীক্ষার সময় ছবক স্থগিত হলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এবার ইনশাআল্লাহ এই গ্রাম সফর করব।

এই গ্রামে প্রথম যারা দাওয়াত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাওলানা আনীসুর রহমান সাহেব তাদের অন্যতম। এবারের সফরে তিনি কিছু সাথী নিয়ে একটি গাড়িতে আর আমরাও কিছু আহবাবকে নিয়ে আরেকটি গাড়িতে আল্লাহর নামে সফর শুরু করি। ৫/১১/১৬ ঈ. সকাল ৬.০০ প্রথমে কাকরাইল মসজিদে গেলাম, সেখান থেকে শহীদুল ইসলাম ভাইকে নিয়ে বার ঘণ্টার রাস্তা পার হয়ে রাত ৭.০০ কুড়িগ্রাম পৌঁছলাম। সফরসঙ্গী ৬ জন। খাবারের পর চিটপাইকেরছড়া গ্রামের একটি মাদরাসায় গিয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে এলাকার খোঁজ-খবর পাওয়া
প্রেস ভেটেরিয়ান চার্চ অব বাংলাদেশ' নামে একটি এনজিও ২০০০ সালে এখানে কাজ শুরু করে। এর প্রধান বেচাং ওয়ার্ড আইউব। বাড়ি চট্টগ্রাম। সেও একজন ঈমান বিক্রেতা, এখন সওদাগর। গাজিপুর জেলার মিকি পাড়ায় এর প্রধান কার্যালয়। জামালপুরের মাদারগঞ্জ, বরিশালের গলাচিপা, ময়মনসিংহের গরিপুরসহ নেত্রকোণা, কুষ্টিয়া ও মানিকগঞ্জে এর কার্যক্রম বিস্তৃত।
এরা এদের কার্যক্রমকে তিনটি শিরোনামের অধীনে পরিচালিত করে : ১. শিক্ষা-প্রোগ্রাম ২. কৃষি প্রোগ্রাম ৩. ধর্মীয় প্রোগ্রাম। এরা এই গ্রামে ২০০৪ ঈ. সালে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সরকারী নিবন্ধের আওতায় নিয়ে আসে। ২০০৬ ঈ. এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুলে ক্লাস শুরু হয়। এই সালেই গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে। গীর্জার উপরে লেখা আছে 'অসহায় ছিন্নমূলদের সেবায় নিয়োজিত'। গীর্জায় লেখা এই বাক্যটি তাদের সেবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য পরিষ্কার বর্ণনা করছে। সেবার শিরোনামে ধর্মান্তরিতকরণই যে এদের প্রধান কাজ এতে লুকোছাপা কিছু নেই।

আজাদ ফকীর নামে এক লোক এদেরকে এই গ্রামে নিয়ে আসে। তার জমিতেই খ্রিস্টানরা স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করে। জহুরুল নামে এক লোক এখানে এই গীর্জার রক্ষণাবেক্ষণ করত। ১৯৯২ সালে সে এদের দলভুক্ত হয়। মহান আল্লাহর শোকর, তিনি এই আজাদ ও জহুরুলকে হেদায়েত দিয়েছেন। শত বারের উপর গাশত করার পর গত কয়েক মাস আগে দুজনই ইসলাম কবুল করেন। ধর্মান্তরিতের তুফানসম ফিতনা দেখে আমরা অনেক সময় হাল ছেড়ে মূসা আলাইহিস সালামের কওমের মত বলি, আমাদের কিছু করার দরকার নেই। আল্লাহর দ্বীন আল্লাহই রক্ষা করবেন-

. اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ

'তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর আমরা এখানে বসে থাকব।'

মনে রাখতে হবে এই একটি চিন্তাই এ উম্মতের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

২০১৪ সালে মাওলানা আনীসুর রহমান সাহেব তার অতি সাধারণ এক ছাত্র মাওলানা শামীমকে সাল লাগানোর পর এখানে দাওয়াতের এই কাজে পাঠিয়ে দেন। আমি নিজেও কয়েকজনকে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। শামীমের ইলম, বয়ান, উপস্থাপনা কোনটাই উল্লেখ করার মত ছিল না। তার চেয়ে অনেক যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র আমাদের আশেপাশে ঘুরছে কিন্তু যে কাজ আল্লাহ পাক শামীমকে দিয়ে করিয়েছেন তা দায়ীদের জন্য স্মরণীয় পাথেয় হতে পারে। খুব সংক্ষেপে বিষয়টি তুলে ধরছি :

১. ইরতেদাদের ফেৎনা এখানে এক ভয়াবহ তুফানের রূপ ধারণ করেছিল। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সে তুফান থামিয়ে এখন ঈমানী সুবাতাস প্রবাহিত করেছেন। ফলে এ পর্যন্ত ৪২ জন খ্রিস্টান ইসলাম কবুল করেছে। পরিচয় গোপন রাখা কিছু পথহারা মুসাফির এখনও ঘরে ফিরতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা ৪২ জন ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।
২.দাওয়াতের মেহনতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এক বিশাল সফলতা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। যার প্রমাণ হল ৫/১১-এর মাহফিলে প্রায় ১০ হাজার পুরুষ ও ১২ হাজার (আনুমানিক) মহিলা শরীক হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে সময় লাগিয়েছেন? সবাই হাত উঠাল। স্টেজে বসা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব নূরুন্নবী সাহেবও তিন দিন লাগিয়েছেন। দুই বছরে মাওলানা শামীম ৫৭ জনকে চিল্লায় বের করেছে। যার কারণে এখন মসজিদভর্তি মুসল্লী ও মজলিসভর্তি দ্বীনদার শ্রেণি। আর মাদরাসাভর্তি তালিবুল ইল্ম, যা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।
৩. শিক্ষা কার্যক্রম হচ্ছে যে কোনো আদর্শের অন্যতম মূল বাহন। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করলে সেখানে মুয়াল্লিম পাঠিয়ে দিতেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের মাশায়েখ মক্তবের উপর খুব জোর দিতেন। সে চিন্তা করেই চিটপাইকেরছড়া গ্রামে দুই বছর আগে একটি মাদরাসা কায়েম করা হয়েছে। যেখানে ২৫০ শিশু পড়াশুনা করে। এদের মধ্যে ১০৪ জন এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্র এবং ঈমান ছিনতাইয়ের ফাঁদের শিকার মুসলমানদের সন্তান। ৬/১১/১৬ ঈ. রবিবার সকালে আমরা শিশুদের নিয়ে বসলাম। দ্বীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে শিশু উপযোগী কিছু আলোচনা হল। তারপর দুআ হল। মুসলমানকে গীর্জায় নিয়ে প্রার্থনা করানোর কথা শুনে হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল সেই রক্তই যেন তপ্ত অশ্রু হয়ে প্রবাহিত হল।

মাদরাসার জন্য একজন নতুন চিল্লার সাথী প্রায় এক বিঘা জমি দান করেছেন। ৭.৭ ফুট গর্ত ছিল। ২১৬০০০ টাকার মাটি সেখানে ফেলা হয়েছে এবং টিন দিয়ে চারটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। ঐ ঘরগুলোতেই ২৫০ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। রবিবার সকালে আমাদের আরও তিনটি মজলিস হয়েছে। একটি সফরের সাথীদের নিয়ে। যে মজলিসের উদ্দেশ্য ছিল, তারা যে মুসলমানদের খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলেছে- এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী। দ্বিতীয় মজলিস এলাকার গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে। সেখানে মূলকথা ছিল, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করলে আল্লাহ তাআলা তাকে কীভাবে পুরস্কৃত করেন। তৃতীয় মজলিস ছিল শিক্ষকদের সাথে। সেখানে মূলকথা ছিল, একটি পণ্য ফ্যাক্টরী থেকে যে রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বের হয় সেই রূপের আর পরিবর্তন হয় না। মাদরাসা হচ্ছে ঈমানদার তৈরির ফ্যাক্টরী, এখান থেকে একজন ছাত্র যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বের হবে, শেষ দিন পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ সে অবস্থায়ই থাকবে। তারপর আমরা কুড়িগ্রাম তাবলীগী মার্কাযে এসে সকালের নাস্তা সারলাম। এরপর ঢাকায় রওনা করে রাত ১১. ৩০ মি: বাসায় পৌঁছলাম।

কুড়িগ্রামে রাস্তার পাশে অসংখ্য মসজিদ চোখে পড়ে, যা আরবদেশের বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করেছে। কিন্তু মসজিদ পাকা করার সাথে সাথে মুসল্লি পাকা করার মেহনত না থাকায় মসজিদগুলোতে প্রাণের স্পন্দন নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মসজিদ কাঁচা ছিল মুসল্লি পাকা ছিল, আমাদের মসজিদ পাকা কিন্তু আমরা মুসল্লিরা কাঁচা।

রাতে যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছিলাম তখন দেখেছি মাদরাসা ও মাহফিল নিয়ে ধারণাতীত উৎসাহ-উদ্দীপনা। আর পুরা রাস্তায় জনস্রোত। মাহফিলের শামিয়ানা পরিণত হয়েছিল সকল স্রোতের মোহনায়।

প্রিয় পাঠক! একজন মা যদি প্রসব বেদনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না হন তাহলে একটি শিশুর জন্মও হয় না, কারো মুখে হাসিও ফোটে না। এখানেও একজন দায়ীকে ‘প্রসববেদনা’ সহ্য করতে হয়েছে, যার ফল সবার মুখের হাসি। ১৩/৪/২০১৪ সালে এই গ্রামে এসে তাকে যাযাবরের মত ১৩টি মাস কাটাতে হয়েছে রাতে চোখের পানি দিয়ে বুক ভাসিয়েছেন আর দিনে আক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এইভাবে ১৩ মাস মেহনতের পর মাদরাসার জায়গার ব্যবস্থা হয়।

এই গ্রামের পাশেই রুপকুমার নদী। খ্রিস্টানরা কাউকে খ্রিস্টান বানাতে চাইলে এই নদীতে তাকে গোসল করাত। এই গোসলের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করত। এই কাজকে তারা ব্যাপটিজ বলে। আরবীতে- استصباغ বলে। একজনকে এনে গোসল দেয়াতে পারলে ১০০০০ হাজার টাকা দেয়া হত। এটা তাদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা মুসলমানদের বক্তব্য।

উপায়-উপকরণ ছাড়া কেবল আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বত আর এখলাসের মধ্যে আল্লাহ যে কত শক্তি রেখেছেন- চিটপাইকেরছড়া গ্রামটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গত নভেম্বর মাসের শুরুতে এনজিওপ্রধান কুড়িগ্রাম জেলার ডাকবাংলোতে গিয়েছেন, গিয়ে যখন শুনলেন তার পাতা জালে আর মাছ ধরা পড়ছে না তখন চরম হতাশা প্রকাশ করেন। আর কোটি কোটি টাকার লস প্রজেক্ট দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কুড়িগ্রাম থেকে বিদায় নেন।

আসলে এই উম্মতের বড় প্রয়োজন কিছু উৎসর্গিতপ্রাণ মুসলিম দায়ীর, যাদের সবকিছু হবে আল্লাহর জন্য। ঈমান হবে হিমালয়ের মত। যাদের পরিচয় হবে ‘রুহবান ফিল লাইল্, ফুরসান ফিন নাহার’। যদি সত্যিই তাদের পাওয়া যায় তাহলে ইসলাম সোনালী প্রভাতের রক্তিম সূর্য হয়ে আবার উদিত হবে। কবি ফররুখের ভাষায়-

আবার বিলাল হাঁকিবে আযান মক্কার ঐ মিনার চূড়ে/হায়দারি হাঁক হাঁকবোরে ফের উঠব আবার বিশ্ব ফুঁড়ে।

২৩.খ্রিষ্টান মিশনারীদের চক্রান্ত ও অপব্যাখ্যা থেকে সাবধানতা

খ্রিস্টানরা বাংলাদেশের নিরিহ মানুষদেরকে বিপদগামি করেই চলেছে তাদের অপপ্রচার দ্বারা। তাদের এই অপপ্রচারের ফলে অনেক মুসলিরাও' মূর্খতাবশত নিজেদের অমূল্য সম্পদ ঈমান হারিয়ে ফেলছে। কোরআন হাদিস এর সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে খ্রিস্টান নিশনারীরা সহজেই তাদের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করতে পারছে। আমাদের এই ভাই বোনদের ঈমান রক্ষা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। খ্রিস্টানদের অপপ্রচারে আর কোনো মুসলমান যেন বিভ্রান্ত না হয় এবং যারা ইতিমধ্যে খ্রিস্টানদের ফাঁদে পা দিয়েছে তারা যেন পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসতে পারে সেজন্য তাদের সচেতন করতে হবে ইসলামের আলোকে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো:

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পরে ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন তাঁর আনীত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাস করলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না; বরং ইসলাম ধর্ম না মানার অপরাধে চিরকাল তাকে জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের সূরা আল ইমরানের ৮৫ নং আয়াতে স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন: ومن يبتغِ غير الاسْلاَم دينا فلن يقبل منه و هو فى الاخرة من الخسرين

যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম পালন করবে তা কখনো তার থেকে গ্রহণ করা হবে না, আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' এই সূরারই ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ان الدين عند الله الاسلام 'নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম'

এই দুই আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, যারা পরকালে চিরমুক্তির আশায় ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম পালন করছেন তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আপনারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে চিরমুক্তি ও শান্তির পথে প্রবেশ করুন। কুরআন শরীফের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদেরকে মুসলমান হতে বলেছেন। মুসলমান না হলে তাদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির হুমকি দিয়েছেন।

নিম্নে এ বিষয়ের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলোঃ

১. ولو امن اهل الكتب لكان خيرا لهم 'ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা যদি প্রকৃত মুসলমান হতো, তাহলে তা তাদের জন্য ভালো হতো' (সূরা আল ইমরান ১১০)

২.ان اهل الكتب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم... 'ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা যদি প্রকৃত মুসলমান হতো এবং ভয় করতো, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ মোচন করতাম এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবেশ করাতাম' (মায়িদাঃ ৬৫) উল্লেখ্য, এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের জন্য পাপ মোচনের একমাত্র মাধ্যম হলো মুমিন-মুসলমান হওয়া। প্রকৃত মুসলমান না হলে পরকালে তারা মুক্তি পাবে না।

৩. ان الذين كفروا من اهل الكتب والمشركين فى نار جهنم... 'ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে যারা কুফুরী করে (তথা মুসলমান হয় না) তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তারাই সৃষ্টির অধম।' (বাইয়িনাতঃ ৬)

৪.لما معكم... 'হে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানগণ! তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি (অর্থাৎ আল-কুরআন) তার প্রতি তোমরা ঈমান আনো।' (নিসাঃ ৪৭)

৫. ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,يا يها الذ ين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذ ين اوتوا الكتب يردوكم بعد ايمانكم كفرين

'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দলবিশেষের আনুগত্য করো তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফের বানিয়ে ছাড়বে।' (আল ইমরান ১০০)

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন :

১. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবী হওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয় ।

২. অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত খ্রিস্টানদেরকেও মুসলমান হতে হবে। মুসলমান না হলে তারা পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে না; বরং চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

৩. খ্রিস্টানদের একটা দল কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকবে। মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে মানবে, তারা ঐ মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে কাফের বানিয়ে ছাড়বে।

অতএব, হে সরলমনা মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা কুচক্রী খ্রিস্টানদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না কিংবা সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে নিজের অমূল্য ঈমান খ্রিস্টানদের হাতে বিলিয়ে দিবেন না। 'ঈসায়ী মুসলিম' হয়ে কিংবা 'আহলে কুরআন' হয়ে নিজের ঈমানকে ধ্বংস করবেন না। ঈমান অমূল্য সম্পদ। যারা মুসলমান অবস্থায় সামান্য ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ

করবে, তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীর ১১ টি পৃথিবীর সমান সুবিশাল জান্নাত দান করবেন। সেই জান্নাতে আপনি যা চাবেন তাই পাবেন। কিন্তু কেউ যদি ঈমান হারা হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তাকে জাহান্নামের ভয়ংকর আগুনে চিরকাল জ্বলতে হবে। সেই আগুনের জ্বলন সহ্য করার মতো ক্ষমতা কারো থাকবে না। কুরআনের শতশত আয়াত এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।অতএব, হে সরলমনা মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা কুচক্রী খ্রিস্টানদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না কিংবা সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে নিজের অমূল্য ঈমান খ্রিস্টানদের হাতে বিলিয়ে দিবেন না। 'ঈসায়ী মুসলিম' হয়ে কিংবা 'আহলে কুরআন' হয়ে নিজের ঈমানকে ধ্বংস করবেন না। ঈমান অমূল্য সম্পদ। যারা মুসলমান অবস্থায় সামান্য ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীর ১১ টি পৃথিবীর সমান সুবিশাল জান্নাত দান করবেন। সেই জান্নাতে আপনি যা চাবেন তাই পাবেন। কিন্তু কেউ যদি ঈমান হারা হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তাকে জাহান্নামের ভয়ংকর আগুনে চিরকাল জ্বলতে হবে। সেই আগুনের জ্বলন সহ্য করার মতো ক্ষমতা কারো থাকবে না। কুরআনের শতশত আয়াত এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

২৪.কয়েকটি এলাকায় ধর্মান্তরিত করার ঘটনা

“কোরআনে আল্লাহ সুবাহানু তায়ালা বলেছেন যে -শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”
এই শয়তান আবার দুই ধরনের। ১. জীন শয়তান ও ২. মানুষ শয়তান। খ্রিস্টান মিশনারীরা হল দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত। এরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার হতদরিদ্র মানুষদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের ঈমান হারা করছে। তাদের এই অপকর্মের কিছু উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:-

১.টেকনাফে ৪২ মুসলিম নারী-পুরুষকে কৌশলে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা-

টেকনাফে ৪২ মুসলিম নারী-পুরুষকে কৌশলে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টার অভিযোগে এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে ২৯ মার্চ সকালে টেকনাফ পৌরসভার পুরান পল্লানপাড়ার জাগ্রত তৌহিদী জনতার ব্যানারে মানবববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছে এলাকাবাসী। মানববন্ধনে ভুক্তভোগী বক্তারা বলেন, টেকনাফ থেকে দালালচক্র এসব নারী-পুরুষকে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে কালীপুর ইউনিয়নের গুনগরি এলাকায় দিশারী ক্যাম্প নামে একটি সংস্থায় নিয়ে গিয়ে বনী ঈসরাঈলসহ ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাতের পর কিতাবুল মোকাদ্দস নামে একটি গ্রন্থ ধরিয়ে দেয়। চকরিয়া উপজেলার ডুলাহাজারা খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিচালিত প্রতিষ্ঠান দিশারী এনজিও। দিশারী এনজিও পরিচালক রুবেল তালুকদার বলেন, বাঁশখালীর দিশারী ক্যাম্পটি হিউম্যান রাইটসের কাজ করে, এ কাজ সংস্থার একটি অংশ। বাইবেল পিপলস ফাউন্ডেশন ও ওয়ে ইজ ট্রাস্টের পরিচালক মারটিন আবদুল মান্নান মৃধার নেতৃত্বে ধর্মান্তরিত করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। গত ১৮ মার্চ তাদেরকে প্রশিক্ষণের নামে টেকনাফ থেকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ৩ দিন তাদেরকে সেখানে রেখে উক্ত ধর্মের আচার্য্য শিখানো হয়। পরে তারা টেকনাফে ফিরে আসার পর এক পর্যায়ে এ ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে সর্বত্র তোলপাড় সৃষ্টি হয়। পুরান পল্লানপাড়া এলাকায় বসবাসকারী মোমেনা, বেলুজা, সনজিদার সাথে কথা বলে জানা যায়, একই এলাকার জাহেদ হোসেনের ছেলে নুরুল আলম, ছৈয়দ আলমের স্ত্রী নুরুনী টেকনাফের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩৩ রোহিঙ্গা মুসলিম নারী-পুরুষকে হাঁস-মুরগির প্রশিক্ষণের নামে বাঁশখালীর ঐ স্থানে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে ৫ জনকে কানাডায় নেয়ার প্রলোভন দেয়া হয়। এছাড়াও তাদের প্রত্যেককে বাড়ি তৈরিসহ মাসিক উচ্চ বেতনের প্রলোভন দেয়া হয়। কিতাবুল মোকাদ্দস গ্রন্থের উপরে তোরাত শরীফ, জবুর শরীফ, নবীদের কাহিনী ও ইঞ্জিল কিতাব লিখা রয়েছে। মোঃ হারুন বাইলা নামে সেখানে যাওয়া এক ব্যক্তি জানায়, শুক্রবার জুমার নামাজ পড়তে চাইলে তাকে বকাঝকা করা হয় এবং ওই ক্যাম্প থেকে তাদের কাউকে বের হতে দেয়া হতো না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, টেকনাফে লেদা রোহিঙ্গা বস্তিসহ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের টার্গেট করে ধর্মান্তরের এ প্রক্রিয়া শুরু করেন। এদিকে এ ঘটনা জানাজানি হলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এলাকার লোকজন। এ ঘটনায়

তারা প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে কৌশলে ধর্মান্তরিত চেষ্টার প্রতিবাদে ২৯ মার্চ সকালে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন করেছে।

২. ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫৫ মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা

নয়া দিগন্তের ২৭ মে ২০১০ ইং তারিখের একটি পেপার কাটিং এখানে তুলে ধরা হলোঃ

সাইফুল মাহমুদ, ময়মনসিংহ প্রতিনিধিঃ .... প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদানের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করণের চেষ্টাকালে স্থানীয় জনতার সহায়তায় একজন বিদেশী ধর্মযাজকসহ তিন ধর্মযাজক ও তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত দুই পালককে আটক করে পুলিশ। এ সময় ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সবাই জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার বাসিন্দা।

৩.নীলফামারীতে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য

দৈনিক করতোয়ার ২১ এপ্রিল ২০০৮ এর একটি সংবাদ এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো –

জলঢাকা প্রতিনিধিঃ নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার খুটামারা, কৈমারী, বালাগ্রাম, মীরগঞ্জ, শিমুলবাড়ী, কিশোরগঞ্জের পুটিমারী ও বড়ভিটার হিন্দুদের অর্থের লোভ দেখিয়ে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। মেগা ফেলোশিপ চার্চ ও ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চসহ ৫ টি সংগঠন নগদ অর্থ, চাল, ডাল, শিক্ষা সহায়তা ও ঋণ প্রদানসহ আত্মনির্ভরশীল কার্যক্রমের আড়ালে ধর্মান্তরিত করার কাজ জোরে-শোরে চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এলাকাজুড়ে অফিস, উপাসনালয় ও শিশুদের জন্য স্কুল। শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তরালে স্কুলগুলোতে চালানো হয় বিভিন্ন সভা ও সমাবেশ। আর প্রোগ্রামের মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্ম বুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলে। ওমেগা ফেলোশীপ চার্চ এনজিওর নামে গ্রামের অভাবী লোকদেরকে অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তার কথা বলে তাদের তৈরি স্কুল ও অফিসগুলোতে নিয়ে তাদেরকে খৃষ্টান বানানো হচ্ছে। গত ১৬ এপ্রিল খুটামারা ইউনিয়নের ২০ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ; পুটিমারী, কচুকাটা ও পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের ১৮ জন; বড় ভিটা ও কৈমারী ইউনিয়নের ১০ জন মহিলা ও পুরুষের অভাবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওমেগা ফেলোশীপ চার্চের কথা বলে দিনাজপুর, বীরগঞ্জ উপজেলার ৭ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামের মিশন স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সেখানে গিয়ে খৃষ্টান বানানোর কথা জানতে পারার পর এলাকার মেম্বার ও চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। পরে ঐ ইউপির চেয়ারম্যান গোপাল চন্দ্র দেব শর্মা তাদেরকে উদ্ধার করে নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেন। বীরগঞ্জ থানার ওসি জানান, গত ১৬ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট প্রতারকদের বিরুদ্ধে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীরা হলো – খুটামারা ইউনিয়নের খালিশা, খুটামারা গ্রামের টনে মামুদের স্ত্রী শাহী, টাটারি স্ত্রী ছারা, শাহারা, সুলতানের স্ত্রী আকলী, রবিউলের স্ত্রী নার্গিস, মৃত কলেজের স্ত্রী অহেদা, লবদ্দিনের স্ত্রী হাওয়া, বিশাদুর স্ত্রী হাওয়াতোন, বকশের স্ত্রী মজিলা, ওসমানের স্ত্রী আসমা, রশিদুলের স্ত্রী ক্যান্টি, ভালের স্ত্রী এপাতন, মৃত টোলার স্ত্রী রহিমা বেগম ও পাদুরার ছেলে লবদ্দিন, মৃত জমালার ছেলে রমজান (ভালে)।

এভাবেই খৃষ্টান মিশনারিরা ছলচাতুরি করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে করে যাচ্ছে। তাদের এই অপকর্ম রুখে দেওয়া আমাদের মুসলিমদের ঈমানি দায়িত্ব।

২৫. উপসংহার

খ্রিস্টান মিশনারীদের আগমন শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর পেছনে ছিল সাংস্কৃতিক আধিপত্য, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং উপনিবেশবাদী শক্তির পথ সুগম করার উদ্দেশ্যও। ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি তারা শিক্ষা, চিকিৎসা ও সমাজসেবার মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে এবং ধীরে ধীরে স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে উপনিবেশিক শাসনের সময় তাদের কার্যক্রম অনেক সময় স্থানীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

আমাদের করণীয় হলো, নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং জাতিগত পরিচয় ও বিশ্বাসের প্রতি সচেতনতা বজায় রাখা। সেই সঙ্গে ভিনধর্মী বা বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ না রেখে সচেতনভাবে তাদের প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা। শিক্ষা, গবেষণা ও আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেদের মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা এবং সামাজিক ঐক্য রক্ষা করাই হওয়া উচিত আমাদের প্রধান করণীয়।

এভাবেই আমরা একদিকে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব, অপরদিকে বিশ্বে মানবতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারব।

২৬. রেফারেন্স

১.ইউকিপিডিয়া

২.https://thegreatestnation.wordpress.com/2018/11/21/%E0%A6%AC%E0%
A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A
6%B6%E0%A7%87-
%E0%A6%96%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%
E0%A6%A8-
%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0/

৩.খ্রিস্টান বানানোর অপকৌশল থেকে সাবধান
https://salafiforum.com/threads/%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0
%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8-
%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B
%E0%A6%B0-
%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2-
%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-
%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8.
10121/?srsltid=AfmBOopJTvOO5t-dNSBwQoC1f26VDBIY9itx61_cyjwsi_R-
RDJwdC1Q

৪.মাসিক আলকাউসার - খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে একজন দায়ীর সফলতা ও কিছু প্রস্তাব
https://www.alkawsar.com/bn/article/1930/

৫.টেকনাফে ৪২ মুসলিম পরিবারকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা - ইসলামিক অনলাইন মিডিয়া
https://i-onlinemedia.net/6686

৬.বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় ভিন দেশী সংস্কৃতির | মুসলিম বাংলা
https://muslimbangla.com/article/131

৭.মাসিক আলকাউসার - পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি
 দ্বীনী দাওয়াতই হতে পারে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার কার্যকর উপায়
https://www.alkawsar.com/bn/article/2811/

৮.খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধের উপায়সমূহ | খ্রিস্টান বানানোর অপকৌশল থেকে সাবধান
https://www.hadithbd.net/books/detail/?book=85&section=1160

৯.খ্রিষ্টান মিশনারী : হুমকির মুখে ইসলাম ও বাংলাদেশ,ফেব্রুয়ারী ২০২১ - মাসিক আল-ইখলাছ
https://ikhlasbd.com/article_details/7644
১০.https://d1.islamhouse.com/data/bn/ih_books/single2/bn_kristan_bananur_opokoushol_theke_sabdhan.pdf
১১. chat gpt.